সিলেবাস - ২০২৬

(সংশোধিত মানবন্টন)

শ্রেণি - প্রথম

মূল্যায়নের শতকরা হার

বিষয়ের নাম	বিষয়ভিত্তিক পাঠদান উপকরণ	ধারাবাহিক মূল্যায়ন		সামষ্টিক মূল্যায়ন	
		শতকরা হার	সময়	শতকরা হার	সময়
বাংলা, ইংরেজি ও গণিত	পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা	৫০%	নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন	৫০%	প্রতি প্রান্তিকে একবার সময়কাল ১:০০ ঘন্টা

* জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্দেশিত প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৬ অনুসরণ করতে হবে।

২৪.০৬.২০২৬

মোঃ কামাল ফারুক
প্রধান শিক্ষক
শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট,ঢাকা।

সিলেবাস - ২০২৬

(সংশোধিত মানবন্টন) -

শ্রেণি - প্রথম

মূল্যায়নের শতকরা হার

বিষয়ের নাম	বিষয়ভিত্তিক পাঠদান উপকরণ	সামষ্টিক মূল্যায়ন	
		শতকরা হার	সময়
সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান (সমন্বিত)	শিক্ষক সহায়িকা	৫০%	নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন
ধর্ম শিক্ষা (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট)			
শিল্পকলা			
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা			

* জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্দেশিত প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৬ অনুসরণ করতে হবে।

২৪.০৬.২৬
মোঃ কামাল ফারুক
প্রধান শিক্ষক
শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট,ঢাকা।

প্রথম শ্রেণি

বিষয় ঃ বাংলা

পাঠ্য বই : আমার বাংলা বই, NCTB কর্তৃক মুদ্রিত

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা নং - (১-৩৩)

পাঠ ঃ (১-২৩) আমার পরিচয় - বর্ণ শিখি ঃ ট ঠ ড ঢ ণ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা নং - (৩৪-৫০)

পাঠ ঃ (২৪-৩৪) বর্ণ শিখি ঃ ত থ দ ধ ন - বর্ণ শিখি ড় ঢ় য ৎ পর্যন্ত

তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা নং - (৫১-৮০)

পাঠ ঃ (৩৫-৫৪) ছবি দেখে শব্দ বানাই - আমার ঠিকানা পর্যন্ত।

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

১। ধারাবাহিক মূল্যায়ন, শিখনকালীন ও অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

২। শিখনকালীন মূল্যায়ন ঃ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মোট ১০ নম্বরের মধ্যে শিক্ষাকালীন মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন ঃ প্রতি অধ্যায়/ পাঠগুচ্ছ শেষে ১০ নম্বরের একটি অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/ রেকর্ড ছকে লিখে রাখতে হবে।

৪। প্রতি প্রান্তিকে শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় মানকে ৮০ নম্বর ও অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় মানকে ২০ নম্বরে রূপান্তর করে এর ভিত্তিতে মোট প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেড (A, B, C, D) নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন/রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল প্রস্তুতকরণের নমুনা ঃ

১। শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় নম্বর = $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল}}{\text{অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা}}$

২। অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় নম্বর = $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল}}{\text{অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা}}$

৩। (ক) শিখনকালীন মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন গড় নম্বর × ৮

(খ) অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর =অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন গড় নম্বর × ২

৪। মোট নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন + অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন এর প্রাপ্ত নম্বর

*** শিখন অবস্থান ঃ**

A= অতি উত্তম (৮০% - ১০০%)

B= উত্তম (৬০% - ৭৯%)

C= সন্তোষজনক (৪০% - ৫৯%)

D= সহায়তা প্রয়োজন (০০% - ৩৯%)

বিঃদ্রঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে।

English

Text Book : English For Today, By NCTB

1st Term Assessment

English for Today: Page No (1-30)

Unit-1: Lesson 1 - Lesson 6

Unit-2: Lesson 1 - Lesson 9

2nd Term Assessment

English for Today: Page No (31-63)

Unit-2: Lesson 10 - Lesson 21

3rd Term Assessment

English for Today: Page No (64-99)

Unit-3: Lesson 1 - Lesson 3

Unit-4: Lesson 1- Lesson 6

Unit-5: Lesson 1- Lesson 3

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

১। ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিখনকালীন ও অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

২। শিখনকালীন মূল্যায়ন ঃ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মোট ১০ নম্বরের মধ্যে শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন ঃ প্রতি অধ্যায়/ পাঠগুচ্ছ শেষে ১০ নম্বরের একটি অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/ রেকর্ড ছকে লিখে রাখতে হবে।

৪। প্রতি প্রান্তিকে শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় মানকে ৮০ নম্বর ও অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় মানকে ২০ নম্বরে রূপান্তর করে এর ভিত্তিতে মোট প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেড (A, B, C, D) নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন/রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল প্রস্তুতকরণের নমুনা ঃ

১। শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় নম্বর = $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল}}{\text{অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা}}$

২। অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় নম্বর = $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল}}{\text{অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা}}$

৩। (ক) শিখনকালীন মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন গড় নম্বর × ৮

(খ) অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর =অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন গড় নম্বর × ২

৪। মোট নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন + অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন এর প্রাপ্ত নম্বর

*** শিখন অবস্থান ঃ**

A= অতি উত্তম (৮০% - ১০০%)

B= উত্তম (৬০% - ৭৯%)

C= সন্তোষজনক (৪০% - ৫৯%)

D= সহায়তা প্রয়োজন (০০% - ৩৯%)

বিঃদ্রঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে।

বিষয় ঃ গণিত

পাঠ্য বই : প্রাথমিক গণিত, NCTB কর্তৃক মুদ্রিত

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বই ঃ পৃষ্ঠা নম্বর (১-৫৩)

প্রথম অধ্যায় ঃ তুলনা করি

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ গণনা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সংখ্যা (১ থেকে ১০)

চতুর্থ অধ্যায় ঃ যোগের ধারণা

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিয়োগের ধারণা

দ্বিতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বই ঃ পৃষ্ঠা নম্বর (৫২-৮১)

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সংখ্যা (১১ থেকে ২০)

সপ্তম অধ্যায় ঃ যোগ (১১ থেকে ২০)

অষ্টম অধ্যায় ঃ বিয়োগ (১১ থেকে ২০)

নবম অধ্যায় ঃ সংখ্যা (২১ থেকে ৪০)

দশম অধ্যায় ঃ স্থানীয় মান

একাদশ অধ্যায় ঃ নিজে করি

তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন

পাঠ্য বই ঃ পৃষ্ঠা নম্বর (৮২-১১৪)

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ জ্যামিতি

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ প্যাটার্ন

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ সংখ্যা (৪১ থেকে ১০০)

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ যোগ

ষোড়শ অধ্যায় ঃ বিয়োগ

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ বাংলাদেশি মুদ্রা

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ নিজে করি

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

১। ধারাবাহিক মূল্যায়ন, শিখনকালীন ও অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

২। শিখনকালীন মূল্যায়ন ঃ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মোট ১০ নম্বরের মধ্যে শিখনকালীন মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/রেকর্ড ছকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন ঃ প্রতি অধ্যায়/ পাঠগুচ্ছ শেষে ১০ নম্বরের একটি অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রাপ্ত নম্বর ফলাফল/ রেকর্ড ছকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। প্রতি প্রান্তিকে শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় মানকে ৮০ নম্বর এবং অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় মানকে ২০ নম্বরে রূপান্তর করে এর ভিত্তিতে মোট প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেড (A, B, C, D) নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন/রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল প্রস্তুতকরণের নমুনা ঃ

১। শিখনকালীন মূল্যায়নের গড় নম্বর = $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল}}{\text{অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা}}$

২। অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের গড় নম্বর = $\frac{\text{প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল}}{\text{অধ্যায়ের সংখ্যা/পাঠ গুচ্ছের সংখ্যা}}$

৩। (ক) শিখনকালীন মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন গড় নম্বর × ৮

(খ) অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর =অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন গড় নম্বর × ২

৪। মোট নম্বর = শিখনকালীন মূল্যায়ন + অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন এর প্রাপ্ত নম্বর

*** শিখন অবস্থান ঃ**

A= অতি উত্তম (৮০% - ১০০%)

B= উত্তম (৬০% - ৭৯%)

C= সন্তোষজনক (৪০% - ৫৯%)

D= সহায়তা প্রয়োজন (০০% - ৩৯%)

বিঃদ্রঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে।

বিষয় ঃ ড্রইং

পাঠ্য বই : এসো ছবি আঁকি ও রং করি (১), লেখক : রোমানা বেগম, প্রকাশক ঃ আউয়াল ব্রাদার্স

প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন

অঙ্কন কর ঃ পিরামিড, বই, গাছ, ফুটবল, গাজর।

অঙ্কন ও রং করণ ঃ উড়ন্ত পতাকা, আপেল, জবাফুল, ঘর, প্রজাপতি।

দৃশ্য অঙ্কন ও রং করণ ঃ নিজের ইচ্ছা মত দৃশ্য।

দ্বিতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন

অঙ্কন কর ঃ মোমবাতি, টেবিল, শসা, জগ, ছাতা।

অঙ্কন ও রং করণ ঃ জাতীয় ফুল শাপলা, ডালিম, কলা, মাছ, কাপ ও পিরিজ।

দৃশ্য অঙ্কন ও রং করণ ঃ ফলের ঝুড়ির দৃশ্য।

তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন

অঙ্কন কর ঃ ঘুড়ি, কলম, আইসক্রিম, নৌকা, বেগুন।

অঙ্কন ও রং করণ ঃ জাতীয় পাখি দোয়েল, টমেটো, গাড়ি, ব্যাঙের ছাতা, বাঘ।

দৃশ্য অঙ্কন ও রং করণ ঃ নদী ও নৌকাসহ প্রাকৃতিক দৃশ্য।

মূল্যায়নের ধারা ও মানবন্টন

১। ৩ টি বিষয় থাকবে ২টি আঁকতে হবে।

২। ৩ টি বিষয় থাকবে ২টি আঁকতে হবে।

৩। ১ টি দৃশ্য এঁকে রং করতে হবে।